দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUL 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

উজিরপুরে কলেজে ভর্তি নিয়ে জটিলতায় শিক্ষার্থীরা

নন এমপিওভুক্ত কলেজে গোপনে ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহের অভিযোগ

■ উজিরপুর প্রতিনিধি

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সাতলা ইউনিয়নে ২০১৫ সালের এসএসসি ও সমমানের (দাখিল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অজান্তে স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে ট্রান্সক্রিপ্টের তথ্য সরবরাহ করে শিক্ষার্থীদের প্রতারিত করে নন এমপিওভুক্ত প্রায় ঝরে পড়া সাতলা আইডিয়াল কলেজে ভর্তি দেখানো হয়েছে বলে একাধিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে হারতা কেন্দ্র থেকে অংশগ্রহণ করা পূর্ব সাতলা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মিতালী কীর্তনিয়া রোল- ২৩৮৫০১, শিপিকা বাইন রোল- ২৩৮৫০৬, ববিতা দাস রোল- ২৩৮৫০২, রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অশোক পাড় রোল- ৪৩৬৬১৬, রাজাপুর নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার এসএসসি সমমানের (দাখিল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোসাম্মৎ লাকী রোল- ২১০৪০৬, শাহিদা খানম রোল- ২১০৪১৪ এবং সাতলা দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২০১৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগে বলেন, শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্ট/ ট্রান্সক্রিপ্টের তথ্য মাদ্রাসার সুপার ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে অবৈধভাবে সাতলা আইডিয়াল কলেজ কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করে তাদেরকে অনলাইনে ভর্তি দেখিয়ে পাসওয়ার্ড আটকে রেখেছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসায় ভর্তি হতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির প্রথম মেধা তালিকার ওয়েব সাইডে ভর্তি পোস্টিং দিলে তাদেরকে সাতলা আইডিয়াল কলেজে ভর্তি দেখানো হচ্ছে এবং তাদের ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ডটি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আটকানো।

এ ব্যাপারে সাতলা আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ কাজী হুমায়ুন কবির বলেন এটা নন এমপিও কলেজ, এখানে আমরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শিক্ষকতা করি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে ও এলাকার স্বার্থে এ পর্যন্ত ৪০টি ট্রান্সক্রিপ্ট পেয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানো হয়েছে। ট্রান্সক্রিপ্ট ও তথ্য পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের মধ্যে রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ ছাত্তার মিয়া বলেন তাঁর বিদ্যালয় থেকে ২০১৫ সালে ২৪ জন এসএসসি পাস করেছে এবং তাঁদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বাক্ষরের মাধ্যমে ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ করা হয়েছে। ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে তারা কোথায় ভর্তি হবে সেটা তাদের ব্যাপার। রাজাপুর নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা এম. এ সামাদ বলেন, তার মাদ্রাসা থেকে ২১ জন দাখিল পাস করেছে, তাদের মধ্যে ৩/৪ জন বাদে অন্যদেরকে ট্রান্সক্রিপ্টের তথ্য সংগ্রহ করে সাতলা আইডিয়াল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে বলে আমি শুনেছি তবে আমি এ জালিয়াতির সাথে জড়িত নই। সাতলা দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসার সুপার মোঃ মাহমুদুর রহমান বলেন, তার মাদ্রাসা থেকে ২৩ জন শিক্ষার্থী দাখিল পাস করেছে। তার মধ্যে ১৮ জনের ট্রান্সক্রিপ্টের তথ্য সাতলা আইডিয়াল কলেজে প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে উজিরপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অলি আহাদ বলেন, এমন অনিয়মের কথা তিনি শুনেছেন। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি শাখার সাথে যোগাযোগ করে দোষীদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।